PRICE Rs. 5/-

শিশুভবন পত্রিকা
Sishubhavan Patrika

ন্যাশনাল কালচারাল এসোসিয়েশন এর মুখপত্র
An organ of National Cultural Association

খণ্ড - ৪৪ ঃ সংখ্যা - ৯,১০ ঃ সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ২০১৯ *Website : www.nehrumuseum.org* Vol - 44 : No - 9, 10 : September, October 2019

জীবনী নয় জীবনের কথা - যুগল শ্রীমল (৮.১০.১৯১৯ - ১৮.২.১৯৯৬)

(৮.১০.১৯১৯ - ১৮.২.১৯৯৬)

দেখতে দেখতে একশো বছর। এই একশো, দেড়শো বা দুশোতম জন্মবার্ষিকী শুধু একটা কথা নয়। গ্রহনীয় বিষয়টি হল যে একশো বছর পরেও মানুষটি জীবিত রয়েছেন মানুষের মনে। যুগল শ্রীমল উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন অনুগামীদের মণিকোঠায় শুধু তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে নয়, লেখায় এবং কথাতেও।

সভা সমিতিতে বক্তৃতায় খুব যে একটা প্রাঞ্জল ছিলেন তা নয়, যুগলবাবুর বৈশিষ্ট্য ছিল ঘরোয়া কথাবার্তায়। যাঁরা তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি বসেছেন তাঁরাই একমাত্র জানেন যে উল্টোদিকের শ্রোতাকে তিনি কিভাবে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। মানুষের মনস্তত্ত্বটা ভীষণ ভালো বুঝতেন বলে ঠিক সময়ে চুপ করে যেতেও পারতেন। যে কোন বিষয় সম্পর্কে সম্যক না জেনে কথা বলায় বিশ্বাসী ছিলেন না যুগলবাবু।

সবচেয়ে বেশী স্বাচ্ছন্দ ছিলেন রাজনীতি এবং সমাজ সংস্কার সংক্রান্ত আলোচনায়। যে সমস্ত মিনি বুকলেটগুলি তিনি লিখেছিলেন - যেমন 'ভূরিভোজ' 'শ্রমের মর্যাদা' বা 'বাংলায় রোমান লিপির ব্যবহার' - এগুলি নিয়ে দিনের পর দিন আলোচনা করেছেন তারপর লেখায় হাত দিয়েছেন। যেগুলি বলতেন বা লিখতেন সেগুলি আগে নিজে পালন করেছেন তারপর লিখেছেন।

আবার তাঁকে নিবিষ্ট শ্রোতার রূপেও দেখেছি। ডঃ ত্রিগুণা সেন বা প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের সঙ্গে যখন তাঁর কথাবার্তা হোত তখন তিনি এক অনুগত শ্রোতা। ভালো ভালো সেমিনার বা বক্তৃতা হলেই শুনতে যেতেন। বলতেন "তুমি যদি মনোযোগী শ্রোতা না হও তাহলে তোমার কথাও কেউ শুনবে না।" যখন তাঁর নিজের বলার পালা আসত তখন নিজের বিশ্বাসের কথা একটানা বলে যেতেন - তা কেউ পছন্দ করুক বা না করুক।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আশির দশকে তখন ভারতবর্ষে প্রথম কম্পিউটার আসছে। শিক্ষা মন্ত্রক থেকে বাল ভবন সোসাইটির (এখন ন্যাশনাল বাল ভবন) মাধ্যমে বিভিন্ন বালভবনে বিবিসি কম্পিউটার দেওয়া হচ্ছে। কলকাতা জওহর শিশুভবনকেও একটা দেওয়া হয়েছে। নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের দোতলায় একটি কাঁচের ঘর বানিয়ে কম্পিউটারটি বসানো হোল। নিজের এয়ার কন্ডিশনিং মেশিনটি দিয়ে দিলেন যুগলবাবু সেই ঘরের জন্য। কারণ তিনি জেনেছিলেন কম্পিউটারকে যত্নে রাখতে হলে এসি ঘরে রাখাটা দরকার - সেটা ধুলো থেকে বাঁচাবার জন্যই হোক আর তাপমাত্রা থেকে রক্ষা করার জন্যই হোক। আশির দশকে একটা কম্পিউটার তখন হীরের চেয়েও দামী।

বালভবনের পরবর্তী মিটিং-এ দেখা গেল কোনও কোনও বালভবনে দুটো - তিনটে এমনকি ছ'টা করেও কম্পিউটার দেওয়া হচ্ছে - তাদের জায়গা বা ব্যবস্থা থাকুক ছাই না থাকুক। যুগলবাবু তাঁর বক্তব্যে বললেন যে যথাযথ ব্যবস্থা অর্থাৎ আলাদা ঘর এবং এসির ব্যবস্থা না থাকলে এরকম মুড়ি মুড়কির মত কম্পিউটার বিলানো ঠিক নয়।

বালভবনের যিনি এই বিষয়টির দায়িত্বে ছিলেন তিনি সগৌরবে বললেন রাস্তায় ফেলে রাখলেও এই কম্পিউটারের কিছু হবে না। আসলে ভারত সরকার বিদেশ থেকে কিছু বাতিল কম্পিউটার কিনে ফেলেছিল। সেগুলি তড়িঘড়ি বিভিন্ন জায়গায় বসিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল। তাই সমস্ত যুক্তিকে নস্যাৎ করে দিয়ে বালভবনগুলিকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই কম্পিউটারগুলি। বলা বাহুল্য কলকাতার ভাগ্যে আর দ্বিতীয় যন্ত্রগণক জোটেনি।

নিজের যুক্তিতে অটুট থেকে যুগলবাবু নিজের চেষ্টায় তৈরী করলেন বিদ্যাসাগর একাডেমি। ছয় বছরের মধ্যে বিদ্যাসাগর একাডেমি হয়ে দাঁড়ালো কলকাতার অন্যতম কম্পিউটার শেখানোর প্রতিষ্ঠান। চল্লিশটি কম্পিউটার এবং প্রায় ছশো শিক্ষার্থী। সকাল সাতটা থেকে রাত্রি ন'টা পর্যন্ত ক্লাস বিভিন্ন বয়সের ছাত্রছাত্রীদের জন্য। পরে যাদবপুরের অঙ্কুর-এ ও আর একটি কেন্দ্র খোলা হয়।

এই সবকিছুর পিছনে কারণ ছিল বাল ভবন সোসাইটিতে যুগলবাবুর একটি বক্তৃতা এবং একটি বিবিসি কম্পিউটার। সবচেয়ে বড় কথা নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের কম্পিউটার সেন্টারটি প্রায় পনেরো বছর সাফল্যের সঙ্গে চলেছিল।

রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের মাপকাঠিতে এটি ভারত সরকারের ডিপার্টমেন্ট অফ ইলেকট্রনিক্স এর স্বীকৃতিও পেয়েছিল।

অন্যান্য বালভবনগুলির কম্পিউটারগুলি কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই খারাপ হয়ে যায়।

নাটক নিয়ে একটু আড্ডা

বছর দুয়েক বাদ ছিল। আবার শুরু হয়েছে নাটকের আড্ডা। আড্ডা মানে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে একাডেমীর নাট্যসন্ধ্যাগুলি সফল হয়েছিল সেই নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম নাট্যদলের কুশীলব, পরিচালকবৃন্দ, নেপথ্যশিল্পী, অভিভাবক, অভিভাবিকা এবং নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের কার্যকরী সমিতির সদস্যদের মিলিত সান্ধ্য অনুষ্ঠান।

নাটক, গান, আবৃত্তি, নাচ দিয়ে জমে উঠেছিল ৮ই সেপ্টেম্বর এই অনুষ্ঠান। মূলত অধিকর্তা সুদীপ শ্রীমলের ঐকান্তিক আগ্রহই ছিল আড্ডার অনুপ্রেরণা। অভিভাক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানে গোটা সন্ধ্যাটাই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। দুই নাট্য ব্যক্তিত্ব জবীন সাহা ও ইন্দ্রজিত দেবের উৎসাহ এবং সক্রিয়ত ছিল এই সন্ধ্যার অন্যতম লক্ষ্যণীয় বিষয়।

South Eastern Railway

(Vigilance Branch)

Observance of Vigilance Awareness Week 2019

Poster Making Competition on ***Fight Corruption & Promote Integrity*** was Organised by **Nehru Children's Museum on 29th September, 2019** Senior students of Nehru Children's Museum took part in this competition Judges ***Debasish Mallick Chowdhury & Anjan Bhattacharya*** were very impressed by the Art Works. Cash Awards & Certificates were handed over to the winners on the same day by ***Sri Shailesh Varma*** (Chief Vigilence Officer, G), South Eastern Railway.

Congratulations

First	Chandrima Biswas	Rs. 3,000/-
Second	Diprwa Roy	Rs. 2,000/-
Third	Srijita Sarkar	Rs. 1,000/-

ভারতের চন্দ্র বিজয়

ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ইসরো (ISRO) দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উষ্ণীষে যুক্ত করল আরেকটি পালক। চন্দ্রযান - ১ ও মঙ্গলযান - এর উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পর ইসরো চাঁদকে আরো গভীর ভাবে জানার জন্য চাঁদের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিল চন্দ্রযান - ২। এই চন্দ্রযান - ২ তিনটি যানের সমষ্টি। চন্দ্রযান - ২ মূলত একটি orbitor বা পরিক্রমণকারী যান যা চাঁদকে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিক্রমণ করবে ও তথ্য আহরণ করবে। চন্দ্রযান - ২ এর মধ্যে ছিল একটি lander বা অবতরণকারী যান। ইসরোর প্রথম সভাপতি (Chairman) বিক্রম সারাভাই এর সম্মানে ল্যান্ডারটির নাম রাখা হয় 'বিক্রম'। কথা ছিল চন্দ্রযান - ২ চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করলে তার থেকে বিক্রম পৃথক হয়ে আলতো ভাবে অবতরণ করবে চন্দ্রপৃষ্ঠে - বিজ্ঞানীদের ভাষায় যাকে বলা হয় soft landing। বিক্রমের অবতরণের পর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে আরেকটি অতি ক্ষুদ্র স্বয়ংক্রিয় যান বা rover যেটি চন্দ্রপৃষ্ঠে খুব মন্থর গতিতে হেঁটে চলে বেড়াবে ও সংগ্রহ করবে প্রয়োজনীয় তথ্য। যেমন, তুলবে সেখানকার ছবি। চাঁদের মাটির বর্ণালী বিশ্লেষণ করে প্রদক্ষিণকারী চন্দ্রযান - ২ এ পাঠাবে সেই তথ্য ও চন্দ্রযান - ২ থেকে বেঙ্গালুরুর 'ইস্ট্র্যাক' (ISTRAC) - এ বিজ্ঞানীরা সংকেত পাবেন। 'ইস্ট্র্যাক' (ISTRAC) অর্থাৎ 'ইসরো টেলিমেট্রি, ট্র্যাকিং এন্ড কমান্ড নেটওয়ার্ক সেন্টার' হল বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত ইসরোর একটি কেন্দ্র যেখান থেকে মহাকাশযানের সাথে সংকেত আদান-প্রদান করা হয়। রোভারটির নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রজ্ঞান'।

এ বছর, ২২ শে জুলাই ২০১৯, অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে মার্ক - থ্রি জি এস এল ভি রকেটে চেপে চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল চন্দ্রযান - ২। চন্দ্রযান - ১ মহাকাশযানটি উৎক্ষেপন করা হয়েছিল পি এস এল ভি রকেটের মাধ্যমে। কিন্তু চন্দ্রযান - ২ এর মোট ওজন ছিল ৩,৮৫০ কেজি। এবং পি এস এল ভি রকেটের উৎক্ষেপন ক্ষমতা মাত্র ১২০০ কেজি। তাই প্রয়োজন ছিল জি এস এল ভি রকেটের যার উৎক্ষেপন ক্ষমতা ৪,০০০ কেজি।

২০০৯ সালে যখন চন্দ্রযান - ১ এর সাফল্যের পর চন্দ্রযান - ২ কে চাঁদের উদ্দেশ্যে পাঠানোর কথা ভাবা হল তখন রাশিয়া সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। বলেছিল ল্যান্ডারটি নির্মাণ করার দায়িত্ব তাদের। রাশিয়া ২০১১ সালে নতুন এক প্রযুক্তির সাহায্যে মঙ্গল গ্রহের উপগ্রহ 'ফবসের' পৃষ্ঠে পাঠিয়েছিল একটি ল্যান্ডার যেটি আলতো ভাবে অবতরণ করার কথা ছিল। কিন্তু সেই মহাকাশ যানটি সফলতা পায়নি। এবং ওই একই প্রযুক্তিই ব্যবহার করার কথা ছিল চন্দ্রযান - ২ এর ল্যান্ডারে। অসফল হওয়ায় রাশিয়া জানিয়ে দিল যে তাদের পক্ষে চন্দ্রযান-২ এর ল্যান্ডারটি নির্মাণ করা সম্ভব নয়। তখন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ঠিক করলেন যে ল্যান্ডারটির তারা নিজের প্রযুক্তির সাহায্যেই তৈরী করবেন। ফলে চন্দ্রযান - ২ সম্পূর্ণ ভাবে ভারতের নিজের প্রযুক্তি দ্বারা নির্মিত।

চাঁদের প্রতি সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলের আগ্রহ অন্তহীন। কারণ এই জনবহুল ও দূষিত পৃথিবীর বাইরে উপনিবেশ গড়ার প্রথম পদক্ষেপ অবশ্যই চাঁদ। বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য, চাঁদে যদি জলীয় বরফ পাওয়া যায় তবে তা বিভাজন করে পাওয়া যাবে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। হাইড্রোজেনকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে ও অক্সিজেনকে নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য ব্যবহার করে চাঁদের বুকে সৃষ্টি করা যেতে পারে একটি কৃত্রিম বায়োস্ফিয়ার, যাতে বসবাস করতে পারে মানুষ। এ ছাড়া চাঁদের মাটিতে যদি থাকে এমন কোন খনিজ পদার্থ যা পৃথিবীতে এনে মানবজাতির কল্যাণসাধনের কাজে লাগানো যেতে পারে সেই নিয়েও চিন্তা ভাবনা করছেন বিজ্ঞানীরা। আগেই চন্দ্রপৃষ্ঠে আমেরিকার অ্যাপোলো

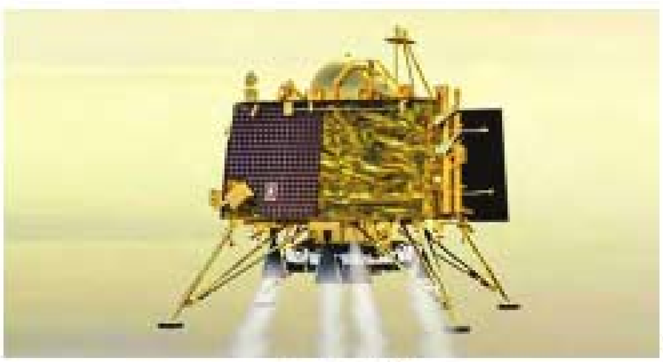

চন্দ্রযান ২ অবইটার

বিক্রম-এর র‍্যাম্প বেয়ে গড়িয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করবে রোভার প্রজ্ঞান

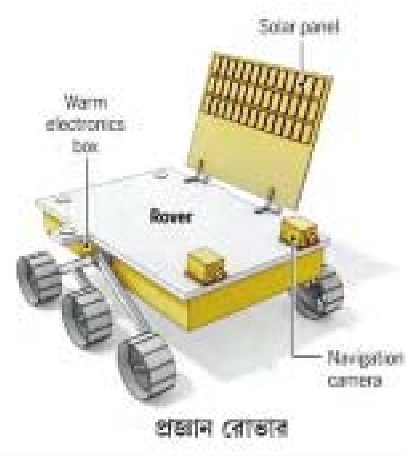

প্রজ্ঞান রোভার

মার্ক - ৩ জিওসিনক্রোনাস স্যাটালাইট লঞ্চ ভেহিকেল-এ চেপে রওনা দিল

অভিযানের সুবাদে পাওয়া গেছে হিলিয়াম - ৩। হিলিয়াম - ৩ মৌল এমন একটি পদার্থ যা ব্যবহৃত হয় জ্বালানি হিসাবে, কিন্তু তাতে ছড়ায়না কোন দূষণ। কারণ শক্তি নির্গত হয় সংযোজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে। তার নেই কোন তেজস্ক্রিয়তা। যদি আমরা চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে এক টন হিলিয়াম নিয়ে পৃথিবীতে আনতে সক্ষম হই তবে তার থেকে সারা ভারতবর্ষের এক বছরের বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে।

ভারতীয় মহাকাশ কর্মসূচীর জনক বিক্রম সারাভাই

চাঁদে প্রভূত পরিমান হিলিয়াম - ৩ থাকার কারণ হল চাঁদে নেই কোন আবহাওয়া মন্ডল বা চৌম্বকীয় ক্ষেত্র। সূর্যের অভ্যন্তরে যে প্রভূত পরিমাণ হিলিয়াম সৃষ্টি হয় তা সৌরবাতাস বা সৌরঝড়ের মাধ্যমে প্রবাহিত হয় সৌরমন্ডলে এবং আছড়ে পড়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে। তা সমান ভাবে আছড়ে পড়ার কথা পৃথিবীপৃষ্ঠেও। কিন্তু পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র ও আবহাওয়া মন্ডল বাদ সাধে সৌরবাতাস বা সৌরঝড় প্রভাবে।

২০০৮-০৯ এ চন্দ্রযান - ১ যখন উত্তরমেরু অঞ্চলের কাছে গিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিল, তখন দুটি যন্ত্র - সিনথেটিক অ্যাপার্চার র‍্যাডার ও মুন মিনারালজি ম্যাপার-এর সাহায্যে আমরা জানতে পারি যে চাঁদের উত্তরমেরু অঞ্চলের আশেপাশে মাটির নীচে রয়েছে ৬০ হাজার কোটি লিটার জলীয়বরফ। আর আমরা জানি যে চাঁদের দক্ষিণমেরু অঞ্চলটি জলীয় বরফের সন্ধান পাওয়ার ব্যাপারে আরো বেশি আকর্ষণীয়। কারণ চাঁদের দক্ষিণমেরুর কাছে এমন কিছু অঞ্চল আছে যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায়নি দীর্ঘ ২০০ কোটি বছরের বেশি সময়। ফলে এই সকল অঞ্চলে যে সব গহ্বর আছে তার গভীরে থাকতেই পারে জলীয় বরফ। তাই চন্দ্রযান ২ এর ল্যান্ডারটির অবতরণের স্থান হিসাবে নির্বাচন করা হল ৭০ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশে অবস্থিত দুটি গহ্বরের মধ্যবর্তী একটি সমতল ভূমি। কিন্তু চন্দ্রযান - ২ এর সফল উৎক্ষেপন ও তা চাঁদের সঠিক কক্ষপথে উপনীত হলেও ল্যান্ডারটি আলতো ভাবের পরিবর্তে বলপূর্বক অবতরণ করেছে। ফলে সম্ভবত ল্যান্ডারটির কোন সেন্সর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং সেই কারণে সংযোগ হয়েছে বিচ্ছিন্ন। ল্যান্ডারটির চন্দ্রপৃষ্ঠের সাথে সমান্তরালে অবতরণ করার পরিকল্পনা ছিল, হতে পারে এই অবস্থানের কিছুটা বিচ্যুতি ঘটায় এই বিপত্তি। কারণ চন্দ্রযান - ২ এর পাঠানো ছবিতে দেখা গেছে বিক্রম কিছুটা হেলে রয়েছে।

ল্যান্ডার ও রোভারটির কর্মসময় ছিল চাঁদের একটি দিন যা পৃথিবীর ১৪ দিন। চাঁদ তার অক্ষের উপর একবার ঘুরতে সময় নেয় পৃথিবীর ২৭ দিন। তাই চাঁদের একটি দিন হল পৃথিবীর ১৪ দিনের সমান (ও একটি রাত পৃথিবীর আরো ১৪ দিনের)। এবং যেহেতু ল্যান্ডার ও রোভারটির চালনা শক্তি সম্পূর্ণ সৌরশক্তি সেহেতু প্রথম দিনটি ছিল তাদের কাজের সময়। আর চন্দ্রযান অরবাইটারটি কাজ করবে কমপক্ষে এক বছর। চন্দ্রযানে রয়েছে মোট ১৪ টি যন্ত্র। অরবাইটারে ৮ টি, ল্যান্ডারে ৪ টি ও রোভারে ২ টি।

অরবাইটারের যন্ত্রগুলির মধ্যে রয়েছে একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ক্যামেরা, স্পেকট্রোমিটার যেটি এক্স রশ্মি ও অবলোহিত রশ্মিতে চন্দ্রপৃষ্ঠের ছবি তুলে তার বর্ণালী বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানতে পারবে কি ধরণের খনিজ পদার্থ আছে ও তা কত পরিমানে, একটি টেরেন ম্যাপিং ক্যামেরা যা চন্দ্রপৃষ্ঠের একটি ত্রিমাত্রিক ম্যাপ তৈরী করতে সাহায্য করবে, একটি কোয়াড্রুপের মাস অ্যানালাইসার যেটি চাঁদের আবহাওয়া মণ্ডলের একটি নিখুঁত বর্ণনা দেবে - যেমন কি ধরণের গ্যাসীয় পদার্থ আছে ও কি পরিমাণে বা সূর্যের থেকে প্রবাহিত সৌরকণা কি প্রভাব ফেলে চন্দ্রপৃষ্ঠে।

ল্যান্ডারে ছিল একটি সিস্মোমিটার চন্দ্রকম্পন মাপার জন্য, একটি ছোট থার্মাল প্রোব যেটিকে ঢুকিয়ে দেওয়ার কথা ছিল চন্দ্রপৃষ্ঠের কিছুটা গভীরে, ভিতরের তাপ সঞ্চালন পদ্ধতি বোঝার জন্য, একটি রেট্রোরিফ্লেক্টর চাঁদের দূরত্ব মাপার জন্য বা চাঁদকে যে সকল উপগ্রহ প্রদক্ষিণ করে চলেছে তাদের থেকে চাঁদের দূরত্ব মাপার জন্য। এছাড়া অবতরণের সুবিধার্থের জন্য ল্যান্ডারে ছিল তিনটি ক্যামেরা - হ্যাজার্ড ডিটেকসান ক্যামেরা যেটি অবতরণের পূর্বে পরীক্ষা করে দেখবে অবতরণের স্থানে কোন নুড়িপাথর পড়ে রয়েছে কি বা ল্যান্ডারটি কোন গহ্বরের মধ্যে পড়ল কি, পজিসান ডিটেকসান ক্যামেরা যা স্থির করবে চন্দ্রপৃষ্ঠে বিক্রমের সঠিক অবস্থান ও হরাইজন্টাল ভেলোসিটি ডিটেকসান ক্যামেরা যেটি নজর রাখবে অবতরণের সময় বিক্রমের গতিবিধির উপর।

রোভারটির ছিল ৬ টি চাকা এবং তার নির্ধারিত গতি ছিল প্রতি সেকেন্ডে ১ সেন্টিমিটার, মোট অতিক্রম করবে ৫০০ মিটার। এবং চাকায় খোদাই করা ছিল অশোকস্তম্ভ ও ইসরোর লোগো যাতে চাঁদের মাটিতে গড়ালেই সেই চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হয় চন্দ্রপৃষ্ঠে। রোভারে ছিল স্পেকট্রোমিটার ও একটি নেভিগেসান ক্যামেরা যা যথাক্রমে আশেপাশের মাটিতে যে সকল খনিজ পদার্থ আছে তার পরিমাণ করবে ও চন্দ্রপৃষ্ঠের ত্রিমাত্রিক ছবি তুলবে।

চন্দ্রযানটি নির্মাণ করে হিন্দুস্থান এরোনটিক্স লিমিটেড। এই কর্মযজ্ঞে যুক্ত ছিল দেশের ৬২০ টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ১৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। খরচ হয়েছে ৯৭৮ কোটি টাকা। চন্দ্রযান - ২, ১০০ শতাংশ না হলেও প্রযুক্তিগত দিক থেকে বলা যেতে পারে ৯০ শতাংশ সফল। তাই প্রত্যেকজন ভারতবাসী আজ তাদের বিজ্ঞানীদের নিয়ে গর্বিত। আর শুধু ভারতবাসী নয় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সমগ্র বিশ্ববাসী। আগামী দিনে কি তথ্য পাঠায় চন্দ্রযান - ২।

- শিল্পী গুপ্ত, সাইন্টিফিক অ্যাসিস্টেন্ট অফিসিয়াল
এম পি বিড়লা তারামণ্ডল

লাল বিন্দুগুলোতে পূর্বেই অবতরণ করেছে আমেরিকা, রাশিয়া ও চায়নার পাঠানো মহাকাশযান

ইসরো টেলিমেট্রি, ট্র্যাকিং এন্ড কমান্ড নেটওয়ার্ক সেন্টার, বেঙ্গালুরু

THANK YOU DONORS FOR HELPING HANDICAPPED CHILDREN

Our sincere thanks to donors for their cooperation and support which has made it possible for to provide scholarships to handicapped children for continuing their academic/vocational training.

Ajoy Banik (Baisaki Banik fund)	Abhishek Ghosh
Arpita Nandi	Sadhana Mondal
	Biswajit Halder
	Keya Das
	Purba Sikari
Anandilal Poddar Charitable Trust	Sathi Pal
	Raju Nandy
	Rachita Debnath
	Asfaq Hussain
	Gargi Pal
	Trisha Dutta
	Arindam Barman
	Raunak Halder
	Niladri Das
	Ujjayini Karmakar
Aloka Banerjee	Sounak Basak
Abha Bajpai	Somnath Mahato
	Malay Patra
	Asit Das
	Asfaqe Hossain
	Dipayan Seth
	Rounak Halder
	Shreya Pandey
	Sikha Biswas
	Safrina Parvin
	Md. Sehenawarz
Biplab Bhattacharya	Krishnakanta Bera
	Sumit Das
	Anisha Khatun
	Safiur Rahaman
	Rahul Naskar
Banshi Binode Bandopadhyay	Chiranjit Malik
	Swapan Barui
	Abhijit Karmakar
Col. S. Chakraborty	Payel Mondal
Debojyoti Dutta	Deep Sikdar
Debarati Das	Sima Das
Dhrubojyoti Sengupta	Asif Nasir
Dr. Jayanta Kr. Barua	Sima Das
Dr. Kalpana Mondal	Deb Purkait
	Avishek Ghosh
	Pratik Paul
	Ankit Sharma
Dr. Sudeshna Bhar (Kundu)	Lakshmi Nandy
	Bipasha Pan
	Isha Halder
	Mousumi Das
Dr. Susmita Banerjee	Sumaiya Yasmin
	Madhumita Chowdhury
	Shraboni Pal
	Sharmistha Ghorui
	Saikat Ghosh
Dr. Rajarshi Roy	Jahir Mistri
Ekta Trust	Payel Mondal
	Avinash Mondal

	Sifa Ikbal
	Imran Sk.
	Darasksha Sarfuddin
	Md. Safan Alam
	Rupam Debnath
	Bikram Karan
	Suman Sardar
Education & Health Care Foundation	Surojit Mondal
	Siba Ghosh
	Megha Khan
	Isha Halder
	Sayan Bhowmick
	Tarit Pariwal
	Arindam Das
Geeti Dasgupta	Sonia Das
Gayatri Ganguly	Md. Faisal
	Sampad Basak
Golf Residency Ladies Club	Deeptosh Sen
Guardians of Nehru Children's Museum	Tannazzoh Jeelani
	Arindam Das
	Priya Chowdhury
	Isha Halder
	Priti Sarkar
	Pupun Chakraborty
	Shreya Pandey
	Sanjeeda Parvin
	Mousumi Das
	Avisekh Ghosh
	Srestha Paul
	Sudipta Kundu
	Supriya Das
	Manas Debnath
	Puja Das
	Jayeeta Tarafdar
	Kinkar Sarkar
	Sima Das
	Prateek Paul
	Mritunjoy Singh
	Samit Das
	Krishnakanta Bera
	Asish Dey
	Asif Nasir
	Kunal Dey
	Riya Ghosh
	Ayesha Ali
	Prakash Chakraborty
	Ankit Bhagat
	Asish Shaw
	Sanchita Chakraborty
	Sanjib Pailan
	Som Mahato
	Asit Das
	Daipayan Seth
	Bushra Basir
	Krishna Patra
Himangshu Kumar Shah	Suhani Mullick
	Nita Mondal

THANK YOU DONORS FOR HELPING HANDICAPPED CHILDREN

Krishna Devi Jalan Charitable Trust
Kamal Kumar Das in Memory of *Sairee Das*

Lohia Charitable Trust
Mujtaba Husain
Momtaj Rauf

M. L. Chakraborty

Madhusmita Bhattacharjee

Mriganko Kumar Roy (M.N.Consultants Pvt. Ltd.)
Mohit Kr. Ghosh Memorial Public Charitable Trust

Md. Karim Boksh

Nilmoni Gangopadhyay in memory of *Ganesh Chandra Gangopadhyay*
Nupur Mukherjee
Paramita Chaudhury
Regent Estate Ladies Club
Rupa Manjari
Rajesh Verma
Rupam Banerjee

Rumeli Patra
Srabonee Mitra

Srinivas Rao

Swapna Mallick Janakalyan Trust
Smt. Pushpa Jain Trust

S. S. Mukherji

Sushmita Bhangar
Priyangshu Hansda
Animesh Chowdhury
Tulika Dey
Ruhina Khatoon
Sujoy & Sujit Nayak
Tanuja Kumari
Sourav Chakraborty
Sadhana Mondal
Deep Das
Aniket Sharma
Pallab Tanti
Jhumpa Mahato
Sukanya Rajbanshi
Asish Bose
Tanazzoh Zilani
Jayeeta Tarafder
Sifa Iqbal
Sounak Basak
Riju Hazra
Deba Debnath
Suman Sardar
Bikram Karar
Md. Safan Alam
Somnath Mondal
Payel Mondal
Suman Das
Payel Das
Puja Das
Pritish Guha
Abdulla Gazi
Rittika Sarkar
Khokon Dutta
Tanbir Hossain Safui
Deb Purkait

Lakshmi Nandi
Ratul Basak
Sayan Goswami
Sangram Guha
Tapashi Mondal
Kausik Ghosh
Souvik Som
Asif Nasir
Tapas Kr. Mukherjee
Sayan Bhowmick
Ritupama Ghosh
Saikat Ghosh
Arijit Kanjilal
Mongal Das
Sraboni Pal
Sarmistha Gharai
Subir Sarkar
Jahir Mistri
Biswajit Halder
Sraboni Pramanik
Nupur Chakraborty
Priyanka Samaddar
Tarit Pariwal
Avijit Das

Siraj Haque

Sirsha Gupta
Sudipta Biswas

Sakti Ger & Associates

Sadhan Bagchi

Santanu Chakravarty

Soumyendu Dasgupta
Siddhartha Ranjan Deb

Salarpuria Public Ch. Trust
T. S. Bakthavatsalam

Tushar Kanti Dutta

Tanmoy Sen

T. Madhusudan Rao
Uma Chandra in memory of *Master Mainak Dutta*

Krishna Kanta Bera
Srestha Pal
Lipika Mondal
Shalini Shaw
Rajat Desai
Tamal Pramanik
Rohini Roychowdhury
Pratik Pal
Dipankar Halder
Rakesh Kr. Shaw
Samrun Khatoon
Palash Sardar
Md. Danish
Snigdha Pan
Krihanu Patra
Md. Faizal
Sumaiya Yasmin
Souvik Saha
Md. Sakil
Zaved Pailan
Arijit Debnath
Sahid Raja
Rohit Mahato
Rupam Chakraborty
Sharmila Ghorai
Tapasi Mondal
Sudipta Halder
Sayani Bhangar
Rohit Sadhukhan
Aniket Bhagat
Dipannita Das
Subham Nandi
Shritu Mondal
Medha Dutta
Sujan Paik
Nayan Paul
Tithi Saha
Krishanu Patra
Rizu Hazra
Sangram Guha
Pallab Tanti
Tanuja Kumari
Rima Hossain
Bikram Karar
Sonia Das
Anisha Ray
Sayan Bhowmick
Srestha Pal
Najmin Khatun
Amrit Das
Lipika Mondal
Shalini Shaw
Subhojit Roy
Sudipta Kundu
Deba Debnath
Jhumpa Mahato
Gargi Paul
Madhumita Chowdhury
Sarmistha Gharami
Sraboni Pal
Pritam Paul
Ankit Sharma

Cheques being handed over to the Handicapped Children on 11th October, 2019 at Nehru Children's Museum.

যুগল শ্রীমল স্কলারশিপ ২০১৯

প্রতি বছরের মত এবারও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে পঞ্চাশ জন উদীয়মান শিল্পীকে দেওয়া হল যুগল শ্রীমল স্কলারশিপ। রবীন্দ্রসঙ্গীত, আবৃত্তি, রবীন্দ্র নৃত্য, ভরতনাট্টম ও বাংলা গানে প্রায় ১৮০০ প্রতিযোগী থেকে তিনটি পর্যায়ে এই শিল্পীদের নির্বাচিত করা হয়। স্কলারশিপের মূল্য বার্ষিক আঠারোশ টাকা। টানা দু মাস ধরে ১৩৭ জন বিচারক খুঁজে বার করেন এই কিশোর -কিশোরী এবং শিশু শিল্পীদের।

১৭ই অক্টোবর এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে স্কলারশিপ প্রাপকদের হাতে স্মারক ও শংসাপত্র তুলে দেন বিচারকবৃন্দ এবং নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের সভাপতি সলিল ব্যানার্জী ও সহ সভাপতি শেখর নাহার।

অধিকর্তা সুদীপ শ্রীমল বলেন যে প্রচুর প্রলোভনকে উপেক্ষা করে বাংলা সংস্কৃতির এই ধারাগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণ করার চেষ্টা চালাচ্ছে নেহরু মিউজিয়াম। আমারা গর্বিত যে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের অনেকেরই প্রথম স্বীকৃতি এই নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামেই। প্রত্যেক প্রতিযোগীদের হাতে চেক তুলে দেন সচিব ইন্দ্রানী সেনগুপ্ত।

বিচারক মন্ডলীর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পার্থ সেনগুপ্ত, সুদীপ্ত রায়, সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার ঘোষ, রামচন্দ্র পাল, সঞ্জিতা মুখার্জী, মনিকা মুস্তাফি, পূর্বা সিংহ রায়চৌধুরী, চৈতালী ভট্টাচার্য্য, সঞ্চিতা কবিরাজ, সুমন শেঠ এবং রীনা শ্রীমল।

সমস্ত অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন প্রবাল দত্ত এবং শিখা মুখার্জী।

23rd Tagore Foundation scholarship presentation Ceremony at Nehru Children's Museum on 17th October, 2019.

23rd Tagore Foundation • Jugal Srimal Scholarship Selection 2019

Bangla Gaan

Rathijit Raha
Hatthuba Adarsha Vidyapith

Archisman Manna
Maria's Day School Howrah

Priyam Biswas
Ghaighata Boys' School

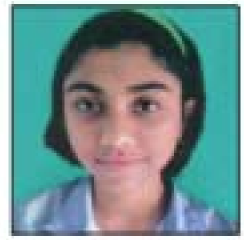

Piyasa Dutta
Bauria Girl's High School

Bangla Abritti, Group - A

Arisha Das
D A V Public School M T P S Bankura

Meghadri Ghoshal
Hariyana Vidyamandir

Somdutta Maiti
Shatadal Institution

Debatreyee Ghosh
Khanpur Girls' Primary School

Bipasa Ghosh
Digra Primary School

Deyasini Das
Ramkrishna Vivekananda Mission Nivedita Vidyapith

Kirtika Banerjee
Lady Carmichael Girls' Primary School

Rajanya Bhattachasrjee
Vivekananda Mission School

Nabamita Sengupta
Oxford High School

Bangla Abritti, Group - B

Nilotpal Dhara Sharma
Hooghly Collegiate School Chunchura, Hooghly

Kriti Barua
Kendriya Vidyalaya No. 1 Kanchrapara

Basabdatta Das
The Holly Child

Asmita Chakraborty
D A V Public School Barrackpore

Avisikta Mondal
Tarasundari Balika Vidyabhavan

Sattwik Biswas
Kanchapara English Midium School

Riyanka Das
Bedibhavan Rabitirtha Vidyalaya, Kanchrapara

Ayananka Mukherjee
Kankinarah Kalabitan

Sampuran Bandyopadhyay
D A V Public School Barrackpur

23rd Tagore Foundation • Jugal Srimal Scholarship Selection 2019

Bangla Abritti, Group - C

Bhoomika Barua
Christchurch Girls' High School

Moon Sarkar
Batra Bidhubhusan Girls' High School

Ahana Paul
D P S Rubi Park, Kolkata

Bharat Natyam, Group - A

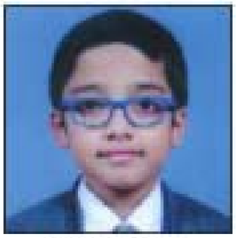
Agniva Biswas
Douglas Memorial Higher Secondary School

Sikta Pal
Puinan Uchcha Balika Vidyalaya

Adrija Mondal
Loreto Day School Bowbazar

Bharat Natyam, Group - B

Deedhita Singha
Sudhir Memorial Institute Liluа, Howrah

Chandrima Mukhejree
Pabra Uchcha Vidyalaya High School, Bankura

Rabindra Nritya, Group - A

Kojagori Ghosh
Chunchura Balika Bani Mandir School

Deepsnata Chatterjee
Memari Crystal Model School

Tanmana De
Haripal Dharanath Sishu Vidyapith

Mandrita Chatterjee
St. Agnes Convent School

Sagarika Auddy
Holy Child Institute

Rabindra Nritya, Group - B

Rishika Dasgupta
St. Johns Diocesan, Girls' H S School

Saheli Sen
D B S S

Rabindra Sangeet, Group - A

Aryaman Chakraborty
St. Xaviers Institution Rulya

Shreyan Sarkar
Nabanalanda, Primary School

Shreyaan Rakshit
D A V Public School Bankura

Anolavo Dey
National Model School

Hiya Paul
St. Jude's High School

Rabindra Sangeet, Group - B

Enashree Roy
Nabagram Hiralal Pal
Balika Vidyalaya

Ankeet Mukhopadhyay
W W A Cossipur English
School

Srijita Roy
B D M International
24 Pgs

Rupayan Saha
Agarpara Swami
Vivekananda Academy

Sanchari Ghosh
Phanindranath
Kindergarten House

Rabindra Sangeet, Group - B

Archisman Manna
Maria's Day School
Ramrajatala, Howrah

Rabindra Sangeet, Group - C

Samprita Chatterjee
Sakhawat Memorial Govt. Girl's
High School, Kolkata

Ankita Giri
Jadavpur Vidyapith
Jadavpur

অভিনন্দন

শুভস্বপ্না মুখোপাধ্যায়

বেলঘরিয়া 'ঐকতানিক' – সাংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত গত এই জানুয়ারী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্যতম ''সংবাদ পাঠ'' প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী, লেক চিলড্রেনস মিউজিয়াম এর আবৃত্তি বিভাগের ছাত্রী – শুভস্বপ্না মুখোপাধ্যায় গত ১৩ই আগষ্ট, ২০১৬ রামমোহন হল, শিয়ালদহ, কলকাতায় অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ডঃ তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায় এর হাত থেকে প্রথম পুরস্কার স্মারক, শংসাপত্র ও বই গ্রহণ করে।

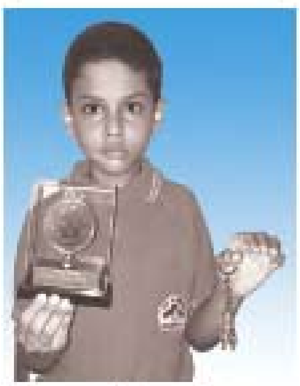

শুভ্রদীপ মল্লিক
ইয়াকুল্ট প্রোবায়োটিক
প্রাইজ

The Sun God

Once upon a time there was the Sun God, who was very happy to do his works and he stayed in the Heaven. One day one man was going through the road, then one baby came & threw a stone at him. So he became very angry. At that moment the man told to Sun God to scold him. Sun God heard his words and came down. Then he said, "baby you should not do like this". But the baby didn't listen to the God. He threw another stone to the Sun God. Now God became very angry and said no I'll hit you. When the baby saw the Sun God became sooooo big in size he ran away and ultimately he said "sorry" to the Sun God. But God was not hearing. Then he gave him a big punishment. When the punishment came to him he became a naughty boy. Then God gave him a good chance, he became a good baby. One day he where the walking down the road, baby had ..... the stone that man himself threw the stone at the baby now. So he said "why are you throwing the stone at me"? Then the people said you threw stone to him so now he is throwing it on you. Then Sun God came down and told them not to do that because he was a good baby now. So the baby became very happy and stayed happily ever after.

Debraj Mehta

Happy Birthday To Our Little Friends .... October 2019

Sreejoy Koley	01	OindrilaDas	11	Sampriti Dhar	21
Srijani Halder	01	Subhangi Chakraborty	12	Sk. Moumi Muntaha	23
Anandi Mukherjee	02	Adrija Bandyopadhyay	14	Akashleena Saha	24
Sampriti Sarkar	03	Aindri Das	15	Priyangshu Biswas	25
Deyasini DAs	05	Mehenaz Khatoon	15	Sneha Pal	26
Roopkatha Chakraborty	05	Shankha Suvro Mullick	15	Soham Sarkar	26
Rounak Bhowmik	06	Rajdeep Ghosh	16	Adrija Paul	27
Sanmitra De	06	Abahan Roy	16	Shreeja Chakraborty	28
Rishika Sardar	07	Kaushiki Nandy	17	Sneha Deb	28
Ashmi Bhattacharya	09	Anshuman Das	18	Jyotishkka Roy	30
Shatabhisha Basak	09	Kusumita Banerjee	20	Arkodeep Seal	31
Rishita Das	10	Saptojyoti Das	21		

November 2019

Bitodru Sen Gupta	01	Dhansiri Hajra	18
Progya Chakravortty	03	Nayanika Bhuniya	19
Shravya Talukder	04	Bristy Parui	19
Akanksha Chakraborty	04	Shwetadri Kundu	19
Subha Swapna Mukhopadhyay	07	Arya Bandyopadhyay	20
Ashmita Pramanik	10	Biswayan Das	21
Ahona Pramanik	10	Satabhisha Mukhopadhyay	21
Srijita Roy	12	Agnihotra Thakur	21
Ishita Kanojia	17	Sohini Koley	22
Pranjan Mahanti	17	Adriti Shaw	25
Pranjal De	17	Shubhangi Bharti	26
Priyadarshika Bauri	18	Anirban Chandra	30
		Debatree Das	30

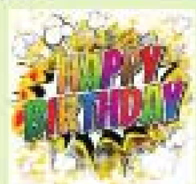

Thank You Donors

Abha & Ashis Bajpai
Ankit Santra
Anay Jha
Calcutta Foundation
Dr. Krishna Laskar Bandyopadhyay
Howrah Smreetilok
Jyanta Kr. Ghosh
Lohia Charitable Trust
Mumtaz Rout
Paramita Chaudhuri
Quest Properties India Ltd.

You can help us to help the needy section of our Society

- By sponsoring one handicapped child @ Rs. 1,800/- for education (purchasing books or their tuition fees), for one year.
- Donation of Rs. 25,000/- to the Corpus Fund will help a handicapped child to receive a scholarship from the interest accrued from this fund. We presently award Scholarships amounting to Rs. 2 Lakhs to 227 handicapped, blind and poor children from our funds and donations received from individuals, Organisations and Trusts.
- Donation of Rs. 1,800/- per year will help us to provide scholarship to students to continue training in the field of Bangla Gaan, Bangla Abritti, Bharat Natyam, Rabindra Nritya and Rabindra Sangeet.

Donations enjoy exemption U/s. 80G of Income Tax Act, 1961. All cheques must be drawn in the name of **National Cultural Association and sent to Nehru Children's Museum.** 94/1, Chowringhee Road, Kol - 20.

Names of all Donors over Rs. 3,000/- are displayed at Nehru Children's Museum for one year.

Help today to make their tomorrow brighter !

Nehru Children's Museum • Vidyasagar Academy
Projects of : **National Cultural Association**

শিশুদিবস (চিলড্রেনস্ ডে) উপলক্ষে

শিশুদের নাচ, গান, আবৃত্তি, শ্রুতিনাটক ও মূকাভিনয় - এর নানান রঙের অনুষ্ঠান

(১৪ ই নভেম্বর - ১৭ ই নভেম্বর)

১৪ ই, ১৫ ই নভেম্বর
বিকাল ৫.৩০ টা

১৬ ই, ১৭ ই নভেম্বর
বিকাল ৫.০০ টা

ম্যাজিক ও কথা বলা পুতুল শো

ম্যাজিশিয়ান
সব্যসাচী
বৃহস্পতিবার
১৪ নভেম্বর
সন্ধ্যা ৬.৩০ টা

ম্যাজিশিয়ান
সত্যদীপ ব্যানার্জী
শনিবার
১৬ নভেম্বর
সন্ধ্যা ৬.৩০ টা

ম্যাজিশিয়ান
পার্থ
রবিবার
১৭ নভেম্বর
সন্ধ্যা ৬.০০ টা

প্রথম সারির সিট ছাড়া সকল সিট অসংরক্ষিত। অনুষ্ঠানগুলি সন্ধ্যা ৮.৩০ টা পর্যন্ত চলতে পারে।

স্থান
নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়াম

INDIAN COUNCIL FOR CHILD WELFARE, NEW DELHI
NATIONAL PAINTING COMPETITION 2019

Organised by : **National Cultural Association**

Venue - **Nehru Children's Museum**

94/1 Chowringhee Road, Kolkata 700 020

Open to children in the age group of 5 to 16 years

as on 01-11-2019 for Green & White Groups

Special Groups - Yellow & Red - 5 yrs. to 18 Yrs.

Date of Contest at

Nehru Children's Museum for all groups

Tuesday 12th November, 2019 (Guru Nanak Jayanti)

Timings

Green Group

5 to 9 years • 3.30 p.m. to 5.30 p.m.

White Group

9 yrs. 1 day to 16 yrs. • 3.30 p.m. to 5.30 p.m.

SPECIAL

Yellow Group

5 to 10 years • 3.15 p.m. to 5.15 p.m.

Red Group

10 yrs. 1 day to 18 yrs. • 3.15 p.m. to 5.15 p.m.

Forms @ Rs. 50/-

Forms Available at Nehru Children's Museum

94/1, Chowringhee Road, Kolkata - 700 020

Office open daily from 12.30 p.m. to 6 p.m. except Mondays & Tuesdays,

Ph: - 2223 1551/ 3517/ 96745 73496/ 98366 65588/ 94335 32682.

Congratulations Winners

National Level Painting Competition 2018
Organised by Indian Council for Child Welfare

Green Group

Second	Aritro Saha

White Group

First	Arindam Mondal
Third	Ayush Dhara

Red Group   Speech/Hearing Impaired

First	Niladri Das
Consolation	Chandan Dhuryia
Consolation	Bristi Haldar

Very Special Arts

Cash Awards and Certificates were handed over to the winners at Nehru Children's Museum on 17th October, 2019

Thank You for your Support

Rotarian Subimal Bhattacharya, Chairman, Rotary Vocational Service Trust along with Rotarian Debi Prasad Basu, General Secretary Rotary Vocational Service Trust and Rotarian R. K. Bubna visited Nehru Children's Museum on 17th October, 2019 and handed over cheque for Rs. 10,000/- to Mr. Sekhar Nahar Vice President, National Cultural Association, towards our endevour to continue Vocational Service Project.

স্বাধীনতা দিবসের শংসাপত্র প্রদান

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে প্রতিবারের মত এবারও রেড রোডে আয়োজন হয়েছিল স্বাধীনতা দিবস প্যারেডের। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবার বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের ৬০ জন শিশু নানান ধর্মের প্রতিনিধি সেজে এই প্যারেডে অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে একটি করে স্মারক ও শংসাপত্র দেওয়া হয়।

২২শে সেপ্টেম্বর এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিশু ও কিশোর- কিশোরীদের হাতে স্মারক ও শংসাপত্র তুলে দেন নেহরু চিলড্রেনস্ মিউজিয়ামের চেয়ারম্যান শ্রী শিব শঙ্কর মুখার্জী। আরো উপস্থিত ছিলেন মিউজিয়াম অধিকর্তা শ্রী সুদীপ শ্রমীল ও যুগ্ম অধিকর্তা শ্রী প্রবাল দত্ত।

Registration No. 32737/77

স্বাধীনতা দিবস- ২০১৯

Editor : Prabal Dutta, Associate Editor : Indrani Sengupta, Published by Indrani Sengupta on behalf of National Cultural Association and printed at Display Printers Pvt. Ltd. 16/3 Gariahat Road, Kolkata 700 019.
Contact : 94/1 Chowringhee Road, Kolkata - 700 020, E-mail : nehrumuseum1972@gmail.com